রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ২১, ২০১২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২১ জুন, ২০১২/৭ আষাঢ়, ১৪১৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২১ জুন, ২০১২/ ৭ আষাঢ়, ১৪১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১২ সনের ২২ নং আইন

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৯ মে, ২০১২ ইং তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

২। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন** : অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (ট) তে দুইবার উল্লিখিত "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটির পরিবর্তে "অর্পিত" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৬তে দুইবার উল্লিখিত "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটির পরিবর্তে "অর্পিত" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৭ এ তিনবার উল্লিখিত "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটির পরিবর্তে "অর্পিত" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "১৫০ (একশত পঞ্চাশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৩০০ (তিনশত)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ক এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "৯০ (নব্বই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "১২০ (একশত বিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "৯০ (নব্বই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "১২০ (একশত বিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১২তে উল্লিখিত "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "অর্পিত সম্পত্তির তালিকা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটির পরিবর্তে "অর্পিত" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ দুইবার উল্লিখিত "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "অর্পিত সম্পত্তির তালিকা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (২) তে উল্লিখিত "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "অর্পিত সম্পত্তির তালিকা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর উপান্তটীকায় উল্লিখিত "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটির পরিবর্তে "অর্পিত" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "অর্পিত সম্পত্তির তালিকা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায়" শব্দগুলির পরিবর্তে "অর্পিত সম্পত্তির তালিকায়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর—

(ক) দফা (খ) তে উল্লিখিত "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায়" শব্দগুলির পরিবর্তে "অর্পিত সম্পত্তির তালিকায়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) দফা (গ) তে উল্লিখিত "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায়" শব্দগুলির পরিবর্তে "অর্পিত সম্পত্তির তালিকায়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ আবু ইউসুফ (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd